পাথর প্রতিমার আশীষ

আশীষ কাপাট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিন রায়পুর গ্রামের বেকার যুবক।উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে বাবাকে জমিতে চাষাবাদে সাহায্য করা ও বন্ধুদের সাথে গল্পগুজব করেই দিন কাটত।২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজ বিপণন দপ্তরের **নেতাজী সুভাষ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ্ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং(ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ্ ওয়েষ্টবেঙ্গল ষ্টেট মার্কেটিং বোর্ড)শাসমল পাড়া ,বৈদ্যবাটি,হুগলি** এবং **সি.টি.আর.ডি** র যৌথ ব্যবস্থাপণায় আয়োজিত ৯০ দিনের জন্য কৃষক পরিবারের বেকার যুবকদের উদ্যোগপতি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুরু হল এক প্রশিক্ষণ।ব্লকের ২৫ জনের মধ্যে আশীষ ও মনোনীত হল।প্রশিক্ষণ যত এগোতে লাগল তার মনে ক্রমশই আশা জাগতে থাকল যে আমিও পারব একজন উদ্যোগপতি হতে।প্রশিক্ষণের শেষে বাবার কাছে কিছু টাকা চেয়ে সে তার ব্যবসা শুরু করার কথা জানালে বাবা তাতে রাজি হন না।তখন সে নিজেই জেদ ধরে বসে যে করেই হোক সে তার ব্যবসা শুরু করবেই।

এরপর সে তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ধার করে ৩ বিঘে জমি (যার মধ্যে ১০ কাঠা +১০ কাঠার ২ টি পুকুর)।৯৫ হাজার টাকায় লিজ নিয়ে শুরু হল আশীষের পথ চলা। ১০ কাঠা করে ২ টি পুকুরের একটিতে নোনা জল আর একটিতে মিষ্টি জল।প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নোনা জলের পুকুরে শুরু করল বাগদা,কড়া ও চাপনা চিংড়ির চাষ।তাদের বাড়ির পাশের নদী থেকে

মিন ধরে এনে পুকুরে ছেড়ে শুরু করল চিংড়ির চাষ।সাথে পার্শে,ভেটকি ও তেলাপিয়ার চাষ।

নোনা জলের মাছ চাষে খরচ করেছে ২১,৩০০ টাকার মত।মাছ বিক্রি বাবদ আয় করেছে ৫৬,৯০০ টাকা।নোনা জলের মাছ চাষে লাভ হয়েছে ৩৫,৬০০ টাকা।

মিষ্টিজলের পুকুরে শুরু করল রুই,কাতলা মৃগেল,গ্রাস কার্প,জাপানী পুঁটি তেলাপিয়ার চাষ।একই ভাবে মিষ্টি জলের মাছ চাষে ২৯ হাজার টাকা খরচ করে মাছ বিক্রি করে লাভ করেছে প্রায় ৩৪ হাজার টাকা।

এভাবে ধীরে ধীরে মাথা খাটিয়ে ব্যবসায় আরও কিভাবে উন্নতি করা যায় তা ক্রমশই তাকে চেপে ধরল।বিগত ছ মাস ধরে ৩ কাঠা পুকুর জাল দিয়ে ঘিরে সে শুরু করল সমুদ্র কাঁকড়ার চাষ।জাল দিয়ে পুকুর ঘেরা,পুকুর তৈরি,কাঁকড়ার বাচ্চা কেনা,খাবার বাবদ তার প্রায় ১২ হাজার টাকা খরচা হয়।ইতিমধ্যে ২৭ কেজি কাঁকড়া ৭১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে তার আয় হয়েছে ১৯ হাজার ১৭০ টাকা।প্রথম চালানেই তার খরচ উঠে ৭ হাজার টাকার মত লাভ হয়েছে।আরো ১৫-১৬ কেজি কাঁকড়া পাবার আশায় আছে।যার থেকে সে আরো ১০-১২ হাজার টাকা লাভ করতে পারবে।

এই প্রশিক্ষণ তাকে জীবনে বেঁচে থাকার নতুন দিশা দেখিয়েছে।শিখিয়েছে নতুন পরিকল্পনা করার।২ বিঘে জমিতে আমনে দুধের সর জাতের ধান চাষ করে খরচ (৮৫০০.০০ টাকা) খরচা বাদ দিয়ে লাভ করেছে প্রায় ১২ হাজার টাকা।সেই ভাবেই বোরোতে ঐ জমিতে শতাব্দী ধানের চাষ করে প্রায় ১৭ হাজার টাকা লাভ করেছে।

এই প্রশিক্ষণ থেকে তার বড় প্রাপ্তি নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং সংসারে গ্রহণযোগ্যতা।বাবা এখন তাকে একটা ১২ কাঠা জমি দিয়েছে।সেই জমিতে একটা ছোট পুকুর আছে।প্রায় ৯ কাঠা জমিতে এখন সে চাষ করছে বরজে পুঁইশাক।১৩ হাজার টাকা খরচ করে মোট ৩৯-৪০ কুইন্ট্যাল শাক বিক্রি করে তার লাভ হয়েছে ২৬-২৭ হাজার টাকা।

সুতরাং এই এক বছরে সে মাছ চাষ,ধান চাষ,কাঁকড়া চাষ ও সবজি চাষ করে খরচ (প্রায় ১ লক্ষ টাকা) বাদ দিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা লাভ করতে পেরেছে।

এভাবেই নিষ্ঠা,সততা,চেষ্টা ও সঠিক পরিকল্পনা করে লক্ষ্য স্থির রেখে কাজ করলে তার মত অনেকেই এগিয়ে যেতে পারবে।সঠিক পরিকল্পনা করে এগোলে অনেক বেকার ভাই-বোণদের মুখে হাসি ফুটবে।এই প্রশিক্ষণ তাকে নতুন করে এগিয়ে চলার পথ দেখিয়েছে এবং পরিবারে তার কদর বেড়েছে।

আশীষের কাজের কিছু তথ্যচিত্র: